ভোরের কাগজ

26 JUN. 2003
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৩

শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বরিশাল মেডিকেলে তোলপাড়

বরিশাল প্রতিনিধি : বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিচার না পেয়ে লজ্জায় ক্যাম্পাস ছেড়েছেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলের সার্জারি বিভাগের এক ছাত্রী। এ ব্যাপারে ইন্টার্নি চিকিৎসক এসোসিয়েশন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে তোলপাড় চলছে।

সূত্রে জানা গেছে, কলেজের সার্জারি বিভাগের ২৮তম ব্যাচের চূড়ান্ত পেশাদারি পরীক্ষার্থী ছাত্রীটি পিঠ ব্যথায় ভোগার কারণে নির্ধারিত দিনে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। সম্প্রতি ঐ তরুণী নগরীর সদর রোডে অবস্থিত বিভাগীয় প্রধান ডা. জান্নাতুল ইসলাম জিন্নাহর চেম্বারে গেলে ঐ শিক্ষক তার ওপর যৌন নিপীড়ন চালান।

পরদিন ছাত্রীটি কলেজ অধ্যক্ষ আ. বারেক খান ও বিএমএ বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. হাবিবুর রহমানের কাছে সরাসরি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ জানালে বিষয়টি মুহূর্তে ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, কলেজ অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েটি লোকলজ্জা, ক্ষোভে, দুঃখে মৌখিক পরীক্ষা না দিয়েই ক্যাম্পাস ছেড়ে তার ঢাকার বাড়িতে চলে গেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ইন্টার্নি চিকিৎসকের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়েও ঐ ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অন্যদিকে কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক ঐ শিক্ষক ডা. জিন্নাহর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির আরো অনেক অভিযোগ করেছেন। হাসপাতালের অনেক রোগীও বিভিন্ন সময় এ ধরনের অভিযোগ করে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আ. বারেক খান ফোনে জানান, কয়েকদিন আগে ঐ ছাত্রী এসে জিন্নাহ সাহেবের বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি পরে আর লিখিত অভিযোগ নিয়ে আসেননি, যে কারণে আর এ নিয়ে পরে এগোনো হয়নি। বিএমএ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কলেজের ফরেনসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমানও ফোনে একই কথা বলেন। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষক ও সার্জারি বিভাগের প্রধান প্রফেসর জান্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন— না, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।